নীল অর্কিড

মমতা চৌধুরী

ছোট ফুলদানীতে
দু'টো নীল অর্কিড,
বুকের মাঝখানটা তাঁর উষ- লাল।

টেবিল ক্যালেন্ডারে মাসটা ম্রিয়মান,
বলিষ্ঠ অবয়বের সৌম্য প্রতিচ্ছবি।
বড় ইচ্ছে হয় ঐ দু'চোখে আবার ভাসুক
রৌদ্র উজ্জ্বল প্রত্যয়।
মুছে যাক বিস্ময় ব্যথা -
শেষ ছবি, সন্তানের গ্লানি আর ব্যর্থতা।

যাদুকর নয়, শিল্পী ছিলো সে, -
তাই পারনি অঙ্গুলি হেলনে
সব ক্ষুধা, দারিদ্র, কলুষতা মুছে দিতে।

অকুত ভয়, অজাত শত্রু ভেবেছিলো নিজেকে -
বাংলার মানুষকে ভালবেসে, তাদের কাছে এসে,
তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকারে,
করেছিলে তাদের হৃদয় জয়।
অথচ হায়নার লুকানো থাবার কুটিল মত্ততায়
চৌত্রিশ বছর ধরে ভাসে রাঙ্গা খুন পদ্মা যমুনায়॥

তাঁর স্মরণে আজ কত সভা, দেশে দেশে -
নিঃশব্দে, অগোচরে এসে দাড়ায় সে সবার মাঝে,
কেউ কি বুঝে তাঁর ভাঙ্গা স্বপ্নের বোবা ব্যথা-!

জীবনের দামে যারা এনেছিল সূর্যমুখি স্বাধীনতা,
কি করে বলবে তাদের সে এই দীনতার কথা!
চেয়েছিল শুধু তারা এক খন্ড নিজেস্ব জমিন,
বুক ভরে নিতে নিঃশ্বাস অমলিন ,
সময়ের আগে ফুরালো সময়, হলোনা পূরন স্বপ্ন রঙ্গিন।
স্থির হয়ে আসা বজ্রকণ্ঠে তাঁর বাজে একই আশীর্বাদ বার বার,
নূতন প্রজন্ম যেন দিতে পারে
সফল রূপরেখা সেই 'প্রতিশ্রুত' স্বাধীনতার ॥

সিড্‌নী, ৩রা অগাষ্ট, ১৯০৯